



রাজনীতিকে সংসদরে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দুঃখজনক: তথ্যমন্ত্রী জহরি উদ্দনি স্বপন

লেখক: প্রকাশক | প্রকাশিত: 03 August 2026, 03:10 PM | বিভাগ: জাতীয়



জুলাই গণঅভ্যুত্থান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রক্তস্নাত ত্যাগের সঠিক মূল্যায়ন করতে জাতীয় সংসদকেই রাজনীতির প্রধান কেন্দ্রবিন্দু করার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহরি উদ্দনি স্বপন।

সোমবার (৩ আগস্ট) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসনে মানিক মিয়া হল 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ২য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশে ফডোরলে সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মরিজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজনীতিকে আজও ক্ত্রমিভাবে সংসদরে বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা কাজ করছে, যা অত্থ্যন্ত দুঃখজনক। সংসদকে কার্যকর করা, রাজনৈতিক বতিরককে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে মহিমাবতি করাই আমাদের সবার একমাত্র মানদণ্ড

হওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন, মহান স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও যখন ভোটাধিকারের জন্য প্রাণ বসির্জন দিতে হয়, তা আমাদের জন্য একইসঙ্গে লজ্জা ও আত্মসমালোচনার বিষয়। তবে বহু ত্যাগ ও আন্দোলনের পর জনগণ ম্যান্ডেটে দিয়েছে এবং বর্তমানে বৈনপী দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতীয় সংসদ পরিচালনা করছে। এত রক্ত ও বসির্জনের পর অর্জিত এই সংসদই হওয়া উচিত রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু।

শহীদদের স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী ক্যোভ প্রকাশ করে বলেন, আত্মত্যাগ থেকে পরিপূর্ণ শিক্ষা না নিয়ে এখনও রাজনীতিকে রাজপথে বা সংসদে বাইরে কৃত্রিমভাবে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চলছে। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ মূল্যবোধের বাইরে গিয়ে নানা অশ্লীলতা ও চক্রান্তের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে, যা কোনোভাবেই শুভ লক্ষণ নয়।

সুশাসন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে জহরি উদ্দনি স্বপন বলেন, "জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষরে সঙ্গে শহীদদের রক্ত মিশে আছে। আমাদের নতো দশনায়ক তারকে রহমানের দকিনরিশোনায় বর্তমান সরকার নির্বাচিত সংসদের মাধ্যমেই জুলাই সনদের শতভাগ বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" সংসদকে সক্রিয় করা, বিচার বিভাগকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে উন্নীত করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বিপুল সংখ্যক তরুণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টিকরায় বর্তমান সরকারের মূল অগ্রাধিকার বলে জানান তিনি।

অতীতে ক্ষমতার বাইরে থেকে রাজপথে সুশাসন ও গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন হিসেবে আজ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা সুশাসন নিশ্চিত করতে জীবন বাজি রেখে কাজ করছেন। শহীদদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থকতা পাবে, যখন সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রেখে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে।

বিএফইউজের সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীনকে স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরী। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক খুরশাদি আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও আলোচক হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, যুগান্তর সম্পাদক আবদুল হাই শকিদার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক প্রতদিনের বাংলাদেশের সম্পাদক মারুফ কামাল খান সোহলে।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে ডিইউজে ও বিএফইউজের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট সাংবাদিকরা উপস্থিতি ছিলেন।

